বিএআরআই
সংবাদ
বর্ষ ৩১ সংখ্যা ২, ২০১৯
Visit Our Website : www.bari.gov.bd
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের ত্রৈমাসিক মুখপত্র

বারি উদ্ভাবিত আধুনিক প্রযুক্তি পরিচিতি কর্মশালা-২০১৯ অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএআরআই) কর্তৃক সাম্প্রতিক সময়ে উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহ পরিচিতির লক্ষ্যে ইনস্টিটিউটের সেমিনার কক্ষে গত ২৭ মার্চ দিনব্যাপী "বারি উদ্ভাবিত আধুনিক প্রযুক্তি পরিচিতি কর্মশালা-২০১৯" অনুষ্ঠিত হয়েছে। কর্মশালায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ঢাকা অঞ্চলের মাঠ পর্যায়ের ৫০ (পঞ্চাশ) জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

কর্মশালার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিএআরআই মহাপরিচালক ড. আবুল কালাম আযাদ বলেন, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট দেশের বৃহত্তম গবেষণা প্রতিষ্ঠান। আমাদের কাজ প্রতিনিয়ত গবেষণার মাধ্যমে নতুন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা এবং আমরা সে কাজটিই করে যাচ্ছি। আমাদের এ মুহূর্তে সহস্রাধিক প্রযুক্তি রয়েছে। আমরা এই ধরনের কর্মশালা প্রতিনিয়ত আয়োজন করছি আমাদের প্রযুক্তিগুলো কৃষকের মাঝে সম্প্রসারণের জন্য। কারণ আমাদের সব প্রচেষ্টাই এদেশের কৃষি ও কৃষকের কল্যাণে নিবেদিত।

বারি কর্তৃক সাম্প্রতিক সময়ে উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহ পরিচিতির লক্ষ্যে ইনস্টিটিউটের সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত দিনব্যাপী কর্মশালার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন বিএআরআই মহাপরিচালক ড. আবুল কালাম আযাদ।

ইনস্টিটিউটের পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ) জেবুন নেছার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিচালক (গবেষণা) ড. মো. আব্দুল ওহাব, পরিচালক (সেবা ও সরবরাহ) ড. মদন গোপাল সাহা, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ঢাকা অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক ড. মো. রফিকুল ইসলাম, বিএআরআই বোর্ড অব ম্যানেজমেন্ট এর সদস্য নূরুন নাহার। এছাড়াও অনুষ্ঠানে পরিচালক (উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র) ড. আবেদা খাতুন, পরিচালক (তৈলবীজ গবেষণা) ড. মো. লুৎফর রহমান, পরিচালক (কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র), ড. এ কে এম শামছুল হকসহ বিভিন্ন বিভাগের বিভাগীয় প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন। ■

আলু ও মিষ্টি আলুর প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএআরআই) এর কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্রর উদ্যোগে গত ০৫ মে রবিবার আলু ও মিষ্টি আলুর প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছে। কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক পরিচালিত 'উদ্ভাবিত আলু ও ভিটামিন সমৃদ্ধ মিষ্টি আলুর নতুন জাতসমূহের প্রজনন বীজ উৎপাদনে প্রদর্শনীর মাধ্যমে সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও গবেষণা ভিত্তিক কর্মসূচি' প্রকল্পের আওতায় আলু ও কমলা শাঁসযুক্ত মিষ্টি আলুর বহুমুখী ব্যবহার উদ্বুদ্ধকরণের লক্ষ্যে র‍্যালি ও খাদ্যমেলার আয়োজন করা হয়।

সকালে ইনস্টিটিউটের প্রশাসনিক ভবনের সামনে থেকে বিএআরআই মহাপরিচালক ড. আবুল কালাম আযাদ এর নেতৃত্বে একটি র‍্যালি বের হয়। র‍্যালিতে ইনস্টিটিউটের পরিচালকবৃন্দসহ বিভিন্ন বিভাগের বিজ্ঞানী, কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শ্রমিক অংশগ্রহণ করেন।

পরে ইনস্টিটিউটের সেমিনার কক্ষে র‍্যালি পরবর্তী সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্রের পরিচালক ড. এ কে এম শামছুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. আবুল কালাম আযাদ। এ সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ইনস্টিটিউটের পরিচালক (গবেষণা) ড. মো. আব্দুল ওহাব, পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ) জেবুন নেছা, পরিচালক (পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন) ড. বাবু লাল নাগ, পরিচালক (উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র) ড. আবেদা খাতুনসহ বিভিন্ন বিভাগের বিজ্ঞানী ও কর্মকর্তাবৃন্দ। অনুষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়া প্রদর্শনের মাধ্যমে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্রের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও প্রকল্পটির পরিচালক ড. হরিদাস চন্দ্র মোহন্ত। পরে বারি মহাপরিচালকের নেতৃত্বে অতিথিবৃন্দ ইনস্টিটিউটের সেমিনার কক্ষের সামনে অনুষ্ঠিত আলু ও মিষ্টি আলু দিয়ে তৈরি বিভিন্ন প্রকার খাবারের স্টল পরিদর্শন করেন। অতিথিবৃন্দ মেলায় প্রদর্শিত এসব খাবার স্বাদ গ্রহণ করে অভিভূত হন এবং এসব খাবারের প্রচার বৃদ্ধি করার তাগিদ দেন। ■

প্রশাসনিক ভবনের সামনে থেকে বিএআরআই মহাপরিচালক ড. আবুল কালাম আযাদ এর নেতৃত্বে আলু ও মিষ্টি আলুর খাদ্য প্রদর্শন শীর্ষক র‍্যালি বের করা হয়।

বিএআরআই
সংবাদ
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের ত্রৈমাসিক মুখপত্র

সম্পাদকীয়

জুন আমাদের বাজেটের মাস। আগামী অর্থবছরে দেশের অর্থনীতির সার্বিক কর্মকাণ্ড কিভাবে পরিচালিত হবে তা এই বাজেটের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। প্রতি বছরের ন্যায় এবছরও অর্থমন্ত্রী আগামী ২০১৯-২০ অর্থবছরের বাজেট ঘোষণা করেছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার টানা তৃতীয়বারের মতো ক্ষমতা গ্রহণের পর এটা ছিল প্রথম বাজেট।

গত ১৩ জুন বৃহস্পতিবার অর্থমন্ত্রী আ হ ম মোস্তফা কামাল জাতীয় সংসদে ২০১৯-২০ অর্থবছরের জাতীয় বাজেট ঘোষণা করেন। বাজেটের আকার ৫ লাখ ২৩ হাজার ১৯০ কোটি টাকার যা এযাবৎ কালের সবচেয়ে বড় বাজেট। অর্থমন্ত্রীর পাশাপাশি বাজেট বক্তৃতার গুরুত্বপূর্ণ ও বড় অংশটি পাঠ করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এ ক্ষেত্রে জাতীয় বাজেটে বরাদ্দ ও সরকারের নীতি-পরিকল্পনার গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো প্রধানমন্ত্রীর মুখেই শুনতে পেয়েছেন দেশবাসী। এবার জাতীয় বাজেটে কৃষি খাতে বরাদ্দ কিছুটা বাড়লেও বাজেটের আকার হিসাবে হার কিছুটা কমেছে। কৃষি খাতে এবারের বরাদ্দ ১৪ হাজার ৫৩ কোটি টাকা, যা মোট বাজেটের ২ দশমিক ৬৯ ভাগ।

প্রস্তাবিত বাজেটে বলা হয়েছে, কৃষিক্ষেত্রে বিদ্যুৎচালিত সেচযন্ত্রের ব্যবহারের জন্য বিদ্যুৎ বিলের উপর ২০ শতাংশ রিবেট প্রদান অব্যহত থাকবে। এবারের বাজেটে কৃষির উন্নয়নে স্বাভাবিক বিনিয়োগের অতিরিক্ত হিসেবে কৃষিপণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে ২০ শতাংশ নগদ প্রণোদনা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। অন্যদিকে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রতিক্রিয়া মোকাবিলায় প্রায়োগিক গবেষণার মাধ্যমে বন্যা, খরা, লবণাক্ততা ও অধিক তাপমাত্রা সহিষ্ণু ফসলের জাত উদ্ভাবন কার্যক্রম জোরদার করার কথাও বলা হয়েছে এবারের বাজেটে। রয়েছে শস্যের বহুমুখীকরণ কার্যক্রম, জৈব

বালাই-ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জনপ্রিয়করণ এবং খামার যান্ত্রিকীকরণ জোরদার করা।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাজেট বিবরণী পাঠকালে দেশের নদী ভাঙন এলাকায় কৃষকের জন্য ১০০ কোটি টাকা বিশেষ বরাদ্দের কথা তুলে ধরেন। এছাড়াও এবারের বাজেটে পাইলট প্রকল্পের মাধ্যমে শস্যবীমা কার্যকরের বিষয়টিও উল্লেখ করা হয়েছে। বাজেটে মৎস্য, পোলট্রি ও দুগ্ধ শিল্পের জন্য খাদ্যসহ নানাবিধ সামগ্রী আমদানিতে বিগত সময়ের প্রদত্ত রেয়াতি সুবিধা অব্যাহত রেখে নতুন উপকরণ ও যন্ত্রপাতি আমদানিতে রেয়াতি সুবিধা প্রদানের সুপারিশ রয়েছে। উপকরণগুলো আমদানিতে ৫ থেকে ১০ শতাংশ শুল্কারোপ করা ছিল। নতুন রেয়াতি সুবিধার ফলে গোখাদ্য, মাছের খাবার ও হাঁস-মুরগির খাদ্যের দাম কমবে। এছাড়া এবারের বাজেটে কৃষিকাজে ব্যবহৃত হার্ভেস্টিং মেশিনারি আমদানির ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট এইচএস কোড সৃষ্টি করে শুল্ক হ্রাসের প্রস্তাব করা হয়েছে।

আমাদের কৃষিপণ্য বাজার ব্যবস্থাপনায় কিছু ত্রুটি আছে। কৃষককে একটি সুপরিকল্পিত বাজার-ব্যবস্থায় আনা না গেলে ন্যায্যমূল্য পাওয়া থেকে বঞ্চিত হবে। এ বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনায় আনতে হবে। দেশের কৃষি ও কৃষকের সুবিধার্তে বাজেটে যে চিন্তা করেছে সরকার তার বাস্তব প্রতিফলন ঘটাতে আমাদের সবার অবস্থান থেকে দায়িত্বশীলতার সাথে কাজ করতে হবে। সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে দেশ হবে সোনার বাংলা। ■

শোক সংবাদ

এ কে এম সেলিম রেজা মল্লিক

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এর উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্রের সবজি বিভাগের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা জনাব এ কে এম সেলিম রেজা মল্লিক গত ২১ এপ্রিল ২০১৯ তারিখ সন্ধ্যা ৬:০০ ঘটিকায় জামালপুরে তার নিজ বাসবভনে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৬ বছর। জনাব এ কে এম সেলিম রেজা মল্লিক ১৯৬৩ সালের ২ জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৯৩ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এ বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা হিসেবে যোগদান করেন। তিনি অত্যন্ত সৎ ও নিষ্ঠাবান বিজ্ঞানী ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, দুই ছেলে, এক মেয়েসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। আমরা তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করি এবং তাঁর শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। ■

জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধি দলের বারি পরিদর্শন

জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও) এর উচ্চ পর্যায়ের তিন সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল গত ৯ এপ্রিল মঙ্গলবার বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) পরিদর্শন করেন। প্রতিনিধি দলের মধ্যে ছিলেন এফএও এর বাংলাদেশ প্রতিনিধি মি. রবার্ট ডি. সিম্পসন, সহকারী প্রতিনিধি (প্রোগ্রাম) জনাব নুর আহমেদ খন্দকার ও জ্যেষ্ঠ উপদেষ্টা জনাব আহমেদ হোসেন খান।

অতিথিবৃন্দ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এর সদর দপ্তরের সামনে এসে পৌঁছালে তাদের স্বাগত জানান ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. আবুল কালাম আযাদ, পরিচালকবৃন্দ এবং বিভাগীয় প্রধানগণ। পরে মহাপরিচালকের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. আবুল কালাম আযাদ। এরপর মাল্টিমিডিয়া প্রদর্শনের মাধ্যমে ইনস্টিটিউটের বিভিন্ন কার্যক্রম, অগ্রগতি ও সাফল্য তুলে ধরেন মহাপরিচালকের দপ্তরের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. দিলোয়ার আহমদ চৌধুরী এবং ফার্ম মেশিনারী এন্ড পোস্ট হারভেস্ট প্রসেস ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. আইয়ুব হোসেন। পরে অতিথিবৃন্দ ইনস্টিটিউটের টক্সিকোলজি ল্যাব, আইপিএম ল্যাব, পোস্ট হারভেস্ট ল্যাব, ফার্ম মেশিনারী ল্যাব, বায়োটেকনোলজী ল্যাব পরিদর্শন করেন এবং ইনস্টিটিউটের বর্তমান কার্যক্রম, অগ্রগতি ও সাফল্য দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেন। ■

জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও) এর উচ্চ পর্যায়ের একটি প্রতিনিধি দল বারি পরিদর্শন করেন।

বিএআরআই
সংবাদ
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের ত্রৈমাসিক মুখপত্র

পরিদর্শন সংবাদ

বিশ্বব্যাংকের প্রতিনিধি দলের বারি পরিদর্শন

বিশ্বব্যাংকের মিড-টার্ম রিভিউ মিশন এর একটি প্রতিনিধি দলের বারি পরিদর্শন উপলক্ষ্যে ইনস্টিটিউট এর সেমিনার কক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্য রাখছেন বারি মহাপরিচালক ড. আবুল কালাম আযাদ।

বিশ্বব্যাংকের মিড-টার্ম রিভিউ মিশন এর একটি প্রতিনিধি দল গত ৩০ এপ্রিল মঙ্গলবার বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) পরিদর্শন করেন। প্রতিনিধি দলটি ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম-ফেজ ২ (এনএটিপি-২), পিআইইউ-বিএআরসি'র আওতায় বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) কর্তৃক বাস্তবায়িত ৪১টি সিআরজি উপ-প্রকল্পের অর্জন এবং বাস্তবায়নাধীন ২১টি পিবিআরজি উপ-প্রকল্পের অগ্রগতি পরিদর্শন করেন।

প্রতিনিধি দলে বিশ্বব্যাংকের সিনিয়র রুরাল ডেভেলপমেন্ট স্পেশিয়ালিস্ট পুশিনা কুন্ডা এনগান্ডউই, সিনিয়র রুরাল ডেভেলপমেন্ট এন্ড লেবার স্পেশিয়ালিস্ট ড. ইসাবেলা লেও, কৃষি অর্থনীতিবিদ সামিনা ইয়াসমিন, অর্থনীতিবিদ ড. মনসুর আহমেদ, প্রোগ্রাম এসোসিয়েট জিনিয়া সুলতানা, ইন্টারন্যাশনাল ফান্ড ফর এগ্রিকালচারাল ডেভেলপমেন্ট (ইফাদ) এর প্রতিনিধি ক্রিস্টা কেটিং, পিআইইউ-বিএআরসি'র সেক্টর কোঅর্ডিনেটর *এরপর পৃষ্ঠা ৫*

ফিলিস্তিনের প্রতিনিধি দলের বারি পরিদর্শন

ফিলিস্তিনের উচ্চ পর্যায়ের একটি প্রতিনিধি দল বারি পরিদর্শনকালে ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. আবুল কালাম আযাদ এর সভাপতিত্বে একটি মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করেন।

ফিলিস্তিনের উচ্চ পর্যায়ের একটি প্রতিনিধি দল গত ১৬ ও ১৭ এপ্রিল দুই দিনের সফরে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) পরিদর্শন করেন। পাঁচ (৫) সদস্যের এ প্রতিনিধি দলের মধ্যে ছিলেন প্যালেস্টিনিয়ান ইন্টারন্যাশনাল কোঅপারেশন এজেন্সি (পিকা) এর মহাপরিচালক মি. ইমাদ এম. এম. জুহাইরি, পিকা'র বাংলাদেশ বিষয়ক প্রধান মি. ইহসান এস. কে. আবুলরব, কৃষি বিশেষজ্ঞ মি. ইমাদ কে. এন. ঘানামেহ, কৃষি বিশেষজ্ঞ মি. আলী এ. এ. আলকাম এবং ঢাকাস্থ ফিলিস্তিন দূতাবাসের প্রতিনিধি নূর এইচ. ও. আলাইদি।

অতিথিবৃন্দ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এর সদর দপ্তরের সামনে এসে পৌঁছালে তাদের স্বাগত জানান ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. আবুল কালাম আযাদ, পরিচালকবৃন্দ এবং বিভাগীয় প্রধানগণ। পরে মহাপরিচালকের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. আবুল কালাম আযাদ। এরপর মাল্টিমিডিয়া প্রদর্শনের মাধ্যমে ইনস্টিটিউটের বিভিন্ন কার্যক্রম, অগ্রগতি ও সাফল্য তুলে ধরেন মহাপরিচালকের দপ্তরের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. দিলোয়ার আহমদ চৌধুরী। অপরদিকে ফিলিস্তিনের কৃষির বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন পিকা'র মহাপরিচালক মি. ইমাদ এম. এম. জুহাইরি। এ সময় প্রতিনিধিবৃন্দ দু'দেশের কৃষি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন এবং পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির বিষয়ে একমত প্রকাশ করেন। এ সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ইনস্টিটিউটের পরিচালক (সেবা ও সরবরাহ) ড. মদন গোপাল সাহা, পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ) জেবুন নেছা, পরিচালক (পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন) ড. বাবু লাল নাগ, পরিচালক (উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র) ড. আবেদা খাতুন, পরিচালক (কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র) ড. এ কে এম শামছুল হকসহ বিভিন্ন বিভাগের উর্ধ্বতন বিজ্ঞানী ও কর্মকর্তাবৃন্দ।

পরে অতিথিবৃন্দ ইনস্টিটিউটের টক্সিকোলজি ল্যাব, আইপিএম ল্যাব, পোস্ট হারভেস্ট প্রসেসিং ল্যাব, ফার্ম মেশিনারী ল্যাব পরিদর্শন করেন এবং ইনস্টিটিউটের বর্তমান কার্যক্রম, অগ্রগতি ও সাফল্য দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেন। ■

বিম্‌সটেক প্রতিনিধি দলের বারি পরিদর্শন

বিম্‌সটেক এর ১২ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট-এর মৃত্তিকা বিজ্ঞান ল্যাব পরিদর্শন করছেন।

দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কয়েকটি দেশকে নিয়ে গঠিত আঞ্চলিক জোট বে অব বেঙ্গল ইনিশিয়েটিভ ফর মাল্টিসেক্টরাল, টেকনিকাল এন্ড ইকোনমিক কোঅপারেশন বা বিম্‌সটেক এর ১২ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল গত ২৫ এপ্রিল বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) পরিদর্শন করেছেন।

থাইল্যান্ডের কৃষি এবং সমবায় মন্ত্রণালয়ের কৃষি অর্থনীতি অফিসের নীতি এবং পরিকল্পনা বিশ্লেষক পাসিনি নাপোমবেজরা-এর নেতৃত্বে প্রতিনিধি দলটিতে ভারত, ভুটান, মায়ানমার, নেপাল, শ্রীলংকা ও থাইল্যান্ডের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও প্রতিনিধি দলটির সাথে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কাউন্সিলের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তারা অংশগ্রহণ করেন।

অতিথিবৃন্দ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এর সদর দপ্তরের সামনে এসে পৌঁছালে তাদের স্বাগত জানান ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালকের পক্ষে পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ) জেবুন নেছা ও অন্যান্য পরিচালকবৃন্দ এবং বিভাগীয় প্রধানগণ।

পরে অতিথিবৃন্দ ইনস্টিটিউটের মৃত্তিকা বিজ্ঞান ল্যাব, আইপিএম এবং টক্সিকোলজি ল্যাব পরিদর্শন করেন। ■

বিএআরআই
সংবাদ
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের ত্রৈমাসিক মুখপত্র

বারিতে রপ্তানিযোগ্য প্রক্রিয়াজাতকৃত আলু উন্নয়ন বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) এর কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্রের উদ্যোগে গত ২৭ মে সোমবার **"বাংলাদেশের উৎপাদনশীলতা ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে রপ্তানিযোগ্য উৎপাদন প্যাকেজ ও প্রক্রিয়াজাতকৃত আলুর উন্নয়ন"** শীর্ষক ইনসেপশন কর্মশালা এফএমপিই বিভাগের সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. আবুল কালাম আযাদ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে কর্মশালার উদ্বোধন করেন। কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্রের পরিচালক ড. এ কে এম শামছুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. বীরেশ কুমার গোস্বামী, বারি'র পরিচালক (গবেষণা) ড. মো. আব্দুল ওহাব, পরিচালক (সেবা ও সরবরাহ) ড. মদন গোপাল সাহা, পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ) জেবুন নেছা, পরিচালক (পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন) ড. বাবু লাল নাগ। কর্মশালায় বিভিন্ন বিভাগের বিজ্ঞানী, কর্মকর্তা, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, বিভিন্ন খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কোম্পানীর প্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালায় স্বাগত বক্তব্য ও মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্রের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা এবং প্রকল্পের প্রিন্সিপাল ইনভেস্টিগেটর ও সহযোগী কো-অর্ডিনেটর ড. বিমল চন্দ্র কুন্ডু।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) এর কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্রের উদ্যোগে রপ্তানিযোগ্য উৎপাদন প্যাকেজ ও প্রক্রিয়াজাতকৃত আলুর উন্নয়ন শীর্ষক ইনসেপশন কর্মশালায় উপস্থিত অতিথিবৃন্দ।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বারি মহাপরিচালক ড. আবুল কালাম আযাদ বলেন, বর্তমানে আমাদের দেশে চাহিদার তুলনায় ৩৭ লাখ মেট্রিক টন বেশি আলু উৎপাদিত হচ্ছে। এই উদ্বৃত্ত আলুর সঠিক ব্যবহার একটা বড় চ্যালেঞ্জ। এই আলুর বহুবিধ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। আমরা যেন এসব আলু রপ্তানি করতে পারি সেদিকে বেশি মনোযোগ দিতে হবে। আলুর রোগ-বালাইয়ের জন্য আমাদের আলু রপ্তানি বন্ধ রয়েছে। তাই আমাদের রোগ প্রতিরোধী জাত উদ্ভাবন করতে হবে। আমি আশা করি এই প্রকল্পের মাধ্যমে আমরা রপ্তানিযোগ্য আলুর জাত উন্নয়ন করতে পারবো।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. বীরেশ কুমার গোস্বামী বলেন, আলুকে একটি শিল্পবান্ধব শস্যে রূপান্তরিত করতে হবে। এর মাধ্যমে বিভিন্ন প্রক্রিয়াজাতকৃত খাবার উৎপাদন সম্ভব। আমাদের উদ্বৃত্ত আলুর সঠিক ব্যবহার ও রপ্তানির প্রতি মনোযোগী হতে হবে। ■

বারিতে তৈলবীজ শস্যের উৎপাদন প্রযুক্তির উন্নয়ন শীর্ষক বিজ্ঞানী প্রশিক্ষণ

বারি তৈলবীজ গবেষণা কেন্দ্রের উদ্যোগে আয়োজিত বিজ্ঞানীদের প্রশিক্ষণ কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. আবুল কালাম আযাদ।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) এর তৈলবীজ গবেষণা কেন্দ্রের উদ্যোগে গত ২৬ মে রোববার **"জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে তৈলবীজ শস্যের কৌশল ও উৎপাদন প্রযুক্তির উন্নয়ন"** শীর্ষক তিন দিনব্যাপী বিজ্ঞানীদের প্রশিক্ষণ কর্মশালা তৈলবীজ গবেষণা কেন্দ্রের সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রশিক্ষণ কর্মশালায় বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এর ২০ জন বিজ্ঞানী অংশগ্রহণ করেন।

ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. আবুল কালাম আযাদ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধন করেন। তৈলবীজ গবেষণা কেন্দ্রের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. আব্দুল লতিফ আকন্দ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইনস্টিটিউটের সাবেক পরিচালক (তৈলবীজ) ড. মো. লুৎফর রহমান। ■

বারিতে আলু ও মিষ্টি আলুর উন্নত জাত ও উৎপাদন কলাকৌশল শীর্ষক প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত

বারি কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্রের উদ্যোগে আয়োজিত প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. আবুল কালাম আযাদ।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) এর কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্রের উদ্যোগে গত ২০ মে সোমবার **"আলু ও মিষ্টি আলুর উন্নত জাত ও উৎপাদন কলাকৌশল"** শীর্ষক দিনব্যাপী প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্রের সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রশিক্ষণ কর্মশালায় বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বিএডিসি এবং বিভিন্ন এনজিও থেকে ৩০ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক পরিচালিত 'উদ্ভাবিত আলু ও ভিটামিন সমৃদ্ধ মিষ্টি আলুর নতুন জাতসমূহের প্রজনন বীজ উৎপাদনে প্রদর্শনীর মাধ্যমে সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও গবেষণা ভিত্তিক কর্মসূচি' প্রকল্পের আওতায় দিনব্যাপী এ প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজন করা হয়। ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. আবুল কালাম আযাদ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধন করেন। কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্রের পরিচালক ড. এ কে এম শামছুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন *এরপর পৃষ্ঠা ৬*

বিএআরআই
সংবাদ
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের ত্রৈমাসিক মুখপত্র

পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন

সাজিয়া রহমান, ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, উদ্ভিদ কৌলিসম্পদ কেন্দ্র, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, জয়দেবপুর, গাজীপুর। তিনি কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (বশেমুরকৃবি), গাজীপুর, বাংলাদেশ হতে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। তাঁর গবেষণার শিরোনাম 'Morpho-Molecular Characterization, Gene Action and Heterosis in Muskmelon (Cucumismelo L.)'। তাঁর গবেষণার মুখ্য তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন বাংলাদেশের স্বনামধন্য উদ্ভিদ প্রজননবিদ প্রফেসর ড. এম এ খালেক মিঞা। মিসেস. রহমান ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা হিসেবে উদ্ভিদ কৌলিসম্পদ কেন্দ্র, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটে কর্মরত আছেন। তিনি বাংলাদেশের বিলুপ্তপ্রায় বাংগী/ফুঁটি ফসলের ৬৪টি জার্মপ্লাজম নিয়ে গবেষণা করে এর অঙ্গসংস্থানিক ও কৌলিতাত্ত্বিক বৈশিষ্টায়ন, জীনকার্য্য (Gene action), জেনারেল কম্বাইনিং অ্যাবিলিটি (GCA) এবং হেটোরোসিস (Heterosis) পরীক্ষা করেছেন। তাঁর গবেষণার ফলাফল এদেশের কৃষকদেরকে বাংগী/ফুঁটি চাষে উদ্বুদ্ধ করবে পাশাপাশি উদ্ভিদ প্রজননবিদদের নতুন নতুন জাত উদ্ভাবনে সহায়তা করবে। ■

সাজিয়া রহমান

মো হাম্মদ নুরে ইউছুফ, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (মৃত্তিকা বিজ্ঞান), আঞ্চলিক মসলা গবেষণা কেন্দ্র, বিএআরআই, গাজীপুর 'বিএআরআই গবেষণা ও গবেষণা অবকাঠামো উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প'এর অর্থায়নে সম্প্রতি উইন্টার, ২০১৮ টার্মে মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (বশেমুরকৃবি), গাজীপুর হতে সাফল্যের সহিত পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। তাঁর অভিসন্দর্ভের বিষয় 'Effect of soil moisture levels and nutrient management on growth, yield and quality attributes of black cumin'। তাঁর গবেষণাকর্মে মেজর প্রফেসর এবং গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন উক্ত বিভাগের স্বনামধন্য মৃত্তিকা বিজ্ঞানী প্রফেসর ড. এ. জে. এম সিরাজুল করিম। তাঁর গবেষণায় কালোজিরা ফসলের পানির চাহিদা নিরুপণ, মৃত্তিকার পানি ধারণ ক্ষমতা, মৃত্তিকার পানি হ্রাসের ধরণ, পুষ্টি উপাদানের চাহিদা, অবস্থা, গ্রহণ মাত্রা, মৃত্তিকার উর্বরতা ও উৎপাদন ক্ষমতা বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। তাঁর এই গবেষণায় কালোজিরা ফসলের চাষাবাদে মৃত্তিকা পানি এবং মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনা বিষয়ক উৎপাদন প্রযুক্তির প্যাকেজ উদ্ভাবিত হয়। তাঁর গবেষণালব্ধ ফলাফল মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিষয়ক মৌলিক গবেষণার ক্ষেত্রে নতুন দ্বার খুলে দিবে এবং গবেষণালব্ধ ফলাফল ব্যবহার করে কালোজিরাসহ অন্যান্য ফসল উৎপাদনে এবং মৃত্তিকা স্বাস্থ্য সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। তাঁর গবেষণা কাজে ব্যবহৃত বিএআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত বারি কালোজিরা-১ জাতের ফসলটির মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণ ও চাষাবাদে যুগান্তকারী অবদান রাখবে। ■

মোহাম্মদ নুরে ইউছুফ

নাজমুছ ছালেহীন, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর সম্প্রতি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ হতে পিএইচডি ডিগ্রী অর্জন করেন। তাঁর গবেষণার শিরোনাম ছিল "Soil organic matter and nutrient contents as influenced by tillage practices and crop residue management in the rice-based cropping systems" তিনি তাঁর সকল গবেষণা কার্যক্রম বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগের স্বনামধন্য অধ্যাপক Dr. M. Jahiruddin ও অধ্যাপক Dr. M. Rafiqul Islam এবং Murdoch University, Western Australia এর প্রথিতযশা অধ্যাপক Dr. Richard W. Bell এর তত্ত্বাবধানে ও ACIAR এর অর্থায়নে সুসম্পন্ন করেন। তিনি বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে একটি নতুন ও অপার সম্ভাবনাময় সংরক্ষণশীল কৃষি পদ্ধতি (Conservation Agriculture) নিয়ে গবেষণা করেন। তাঁর গবেষণালব্ধ ফলাফল ব্যবহারে বাংলাদেশে মৃত্তিকা স্বাস্থ্য উন্নয়ন ও ফসলের ফলন বৃদ্ধির সাথে সাথে কৃষকের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও পরিবেশ সুরক্ষায় ব্যাপক ভূমিকা রাখবে। তিনি রাজবাড়ী জেলাধীন মাওলানা মো. ইসমাইল হোসেন ও মিসেস আলেয়া বেগমের তৃতীয় পুত্র। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি বিবাহিত এবং ১ কন্যা ও ১ পুত্র সন্তানের জনক। ■

নাজমুছ ছালেহীন

মো. খাইরুল আলম, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়া'র Murdoch University' র School of Science, Health, Engineering and Education থেকে Land Management and Global Climate Change বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল "Assessment of soil carbon sequestration and climate change mitigation potential under conservation agriculture (CA) practices in the Eastern Gangetic Plains (EGP)"। তাঁর গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বনামধন্য অধ্যাপক Dr. Richard W. Bell। তাঁর সকল গবেষণা কার্যক্রম ACIAR-John Allwright Fellowship (JAF)-এর অর্থায়নে সুসম্পন্ন করেন। Eastern Gangetic Plains-এ ধানভিত্তিক ফসল ক্রমে জৈব-রাসায়নিক কার্বন ও নাইট্রোজেন চক্র নিয়ে তিনি গবেষণা করেন। তিনি ধান ভিত্তিক ফসল ক্রমে Life cycle assessment (LCA) ব্যবহার করে কার্বন ফুটপ্রিন্ট (C footprint) নির্ণয় করেন। এই গবেষণালব্ধ ফলাফল ব্যবহার করে গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এ বাংলাদেশের কৃষি ক্ষেত্রের প্রভাবকে অনেকাংশে হ্রাস করা সম্ভব। তিনি পিরোজপুর জেলাধীন মো. ফজলুল হক ও নুরজাহান বেগম এর পঞ্চম সন্তান। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি বিবাহিত ও দুই পুত্র সন্তানের জনক। ■

মো. খাইরুল আলম

বিশ্বব্যাংকের প্রতিনিধি দলের...

তৃতীয় পৃষ্ঠার পর

ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক এবং পিআইইউ-বিএআরসি'র পরিচালক ড. মিয়া সাঈদ হাসান অংশগ্রহণ করেন।

অতিথিবৃন্দ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এর সদর দপ্তরের সামনে এসে পৌঁছালে তাদের স্বাগত জানান ইনস্টিটিউটের পরিচালক (গবেষণা) ড. মো. আব্দুল ওহাব। পরে ইনস্টিটিউটের এর সেমিনার কক্ষে বারি মহাপরিচালক ড. আবুল কালাম আযাদ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়া প্রদর্শনের মাধ্যমে সিআরজি উপ-প্রকল্পের অর্জন এবং বাস্তবায়নাধীন পিবিআরজি উপ-প্রকল্পের অগ্রগতি তুলে ধরেন পরিচালক (গবেষণা) এর দপ্তরের ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. বজলুর রহমান। এ সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ইনস্টিটিউটের পরিচালক (গবেষণা) ড. মো. আব্দুল ওহাব, পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ) জেবুন নেছা, পিআইইউ-বিএআরসি প্রকল্পের বিশেষজ্ঞবৃন্দ, উপ-প্রকল্পসমূহের প্রিন্সিপাল ইনভেস্টিগেটরবৃন্দসহ বিভিন্ন বিভাগের বিজ্ঞানী ও কর্মকর্তাবৃন্দ।

পরে অতিথিবৃন্দ ইনস্টিটিউটের আইপিএম ল্যাব, টক্সিকোলজি ল্যাব, পোস্ট-হারভেস্ট ল্যাব ও ফার্ম মেশিনারি বিভাগ পরিদর্শন করেন এবং উপ-প্রকল্পসমূহের অর্জন ও অগ্রগতি দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেন। ■

বিএআরআই
সংবাদ
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের ত্রৈমাসিক মুখপত্র

এপ্রিল - জুন ২০১৯ প্রান্তিকে বিএআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত জাতসমূহ

ক্রমিক নং	ফসলের নাম	জাতের নাম	নিবন্ধনের তারিখ	ফলন (টন/হেক্টর)	প্রধান বৈশিষ্ট্য
১	পালং শাক	বারি পালং শাক-২	১০-০৪-২০১৯	৩৪-৩৬	❀ প্রতি গাছে পাতার সংখ্যা ১৮-২০টি। ❀ রোপণের ৩৫-৪০ দিন পর পাতা সংগ্রহ করা যায়। ❀ পাতা সংগ্রহের সময় পাতা সবুজ রঙ ধারণ করে। ❀ গড়ে পাতার দৈর্ঘ্য ২৯-৩২ সেমি এবং প্রস্থ ১২-১৫ সেমি। ❀ গড় ফলন ৩৪-৩৬ টন/হেক্টর।
২	পেঁয়াজ	বারি পেঁয়াজ-৬	১০/০৪/১৯	১৬-২০	❀ শীতকালে চাষের উপযোগী, বাল্ব বড় এবং সুষম আকৃতির। ❀ সংরক্ষণযোগ্য উন্নতমানের বেরেস্তা তৈরির উপযোগী ও ভাল বীজ উৎপাদনক্ষম। ❀ শল্ক কন্দের গলা চিকন, গোলাকার, প্রতিটির গড় ওজন ৩০-৪৫ গ্রাম, অধিক ঝাঁঝযুক্ত। ❀ জীবন কাল ১২০-১৪০ দিন এবং টিএসএস ১৫.৮%। ❀ ফলন: বীজ (৮০০-৯৫০ কেজি/হেক্টর)। ❀ রোগবালাই পোকামাকড়ের আক্রমণ কম।

বারি চীনাবাদাম-৮ এর মাঠ দিবস পালিত

টাঙ্গাইল জেলার ভূঞাপুর উপজেলায় চর খন্দকারপাড়ায় বারি উদ্ভাবিত উচ্চফলনশীল বারি চীনাবাদাম-৮ এর আধুনিক উৎপাদন কলাকৌশল শীর্ষক মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ৪ মে মঙ্গলবার বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের সরেজমিন গবেষণা বিভাগ, টাঙ্গাইল ও বাংলাদেশে ডাল ও তৈল বীজ গবেষণা জোরদারকরণ প্রকল্পের সহযোগীতায় এ মাঠ দিবসের আয়োজন করা হয়।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের সরেজমিন গবেষণা বিভাগ, টাঙ্গাইল আয়োজিত বারি চীনাবাদাম-৮ এর মাঠ দিবসে উপস্থিত বিজ্ঞানী, বৈজ্ঞানিক সহকারী, কৃষি কর্মকর্তা, বাদাম চাষীগণ।

সরেজমিন গবেষণা বিভাগ, বারি, টাঙ্গাইল এর ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. আমীনুর রহমান এর সভাপতিত্বে সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন ড. মো. মঞ্জুরুল কাদির, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, জামালপুর। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ রওশন আলম, অতিরিক্ত উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, টাঙ্গাইল ও বজলুর রহমান আকন্দ, প্রজেক্ট অফিসার। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন টাঙ্গাইল সরেজমিন গবেষণা বিভাগের বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা সমরেশ রায়। পরে কৃষকদের নিয়ে বারি চীনাবাদাম-৮ এর আধুনিক উৎপাদন কলাকৌশল ও চাষী পর্যায়ে বীজ সংরক্ষণের প্রযুক্তিগত বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়। মাঠ দিবসে সরেজমিন গবেষণা বিভাগের বিজ্ঞানীবৃন্দ, বৈজ্ঞানিক সহকারী ও উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাসহ শতাধিক বাদাম চাষী উপস্থিত ছিলেন। ■

বিএআরআই শুদ্ধাচার পুরস্কার ২০১৮-১৯ প্রদান

'শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান নীতিমালা, ২০১৭' এর ৩.৪ অনুচ্ছেদের নির্দেশনা অনুযায়ী মহাপরিচালক মহোদয়ের অনুমোদনক্রমে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বিএআরআই এর দুই জন বিজ্ঞানী ও এক জন কর্মচারীকে 'বিএআরআই শুদ্ধাচার পুরস্কার ২০১৮-১৯' প্রদান করা হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে শুদ্ধাচার পুরস্কারপ্রাপ্তরা হলেন এএসআইসিটি বিভাগ, বারি, জয়দেবপুর, গাজীপুরের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. কামরুল হাসান, মসলা গবেষণা কেন্দ্র, শিবগঞ্জ, বগুড়ার প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. শৈলেন্দ্র নাথ মজুমদার এবং অর্থ ও হিসাব শাখা, বারি, জয়দেবপুর, গাজীপুরের ক্যাশ সরকার মো. তোফায়েল আহমেদ। 'শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান নীতিমালা, ২০১৭' এর ৭ অনুচ্ছেদের নির্দেশনা অনুযায়ী পুরস্কার হিসেবে তাঁরা প্রত্যেকে ০১ (এক) মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ পাবেন। ■

বারিতে আলু ও মিষ্টি আলুর উন্নত জাত...

চতুর্থ পৃষ্ঠার পর

ইনস্টিটিউটের পরিচালক (সেবা ও সরবরাহ) ড. মদন গোপাল সাহা। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্রের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও প্রকল্প পরিচালক ড. হরিদাস চন্দ্র মোহন্ত। এছাড়াও অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বিভাগের বিজ্ঞানী ও কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। ■

বিএআরআই
সংবাদ
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের ত্রৈমাসিক মুখপত্র

জুলাই-সেপ্টেম্বর প্রান্তিকে কৃষক ভাইদের করণীয়

সুপ্রিয় কৃষক ভাইয়েরা, সবার জন্য শুভেচ্ছা। শুরু হলো বর্ষা ঋতু। রিমঝিম বৃষ্টি, আকাশে কালো মেঘের ঘনঘটা এর মাঝে রোদ বৃষ্টির অপূর্ব খেলা, প্রকৃতির এমন বৈচিত্র্যপূর্ণ পরিবেশে জুলাই-সেপ্টেম্বর প্রান্তিকে আপনার করণীয় উপস্থাপন করছি।

শ্রাবণ মাস: বর্ষাকালীন শাক-সবজির মৌসুম। লালশাক, মুলাশাক, পুঁইশাক, গীমাকলমি, ঢেঁড়স ইত্যাদি এ সময়ে লাগানো যেতে পারে। এছাড়াও এ সময়ে কুমড়া, লাউ, সিমের বীজ রোপণ করে ও মাদায় স্থানান্তর করা যেতে পারে। এ সময়ে ফসলের মাঠে আপনার করণীয় কাজগুলো হচ্ছে আগাছা পরিষ্কার, গাছের গোড়ার পানি জমতে না দেয়া, মরা পাতা ছেঁটে ফেলা, প্রয়োজনে সারের উপরিপ্রয়োগ, হস্তপরাগায়ন ও বালাই দমন। কৃষক ভাই, আপনি ইচ্ছে করলে লাউ, সিমের বীজ পচা কচুরিপানার স্তূপে বপন করে অতঃপর মূল মাদায় স্থানান্তর করতে পারেন। লতানো সবজিও এই একই পদ্ধতিতে চাষাবাদ করলে আগাম সবজি উৎপাদন করা সম্ভব। মাদা তৈরির দূরত্ব হবে ৪-৫ মিটার, চওড়া ৭৫ সেমি এবং গভীরতা ৬০ সেমি। বর্তমানে বাংলাদেশে গ্রীষ্মকালীন টমেটো চাষ খুব জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। গ্রীষ্মকালীন টমেটো ফসল মাঠে থাকলে গাছ বেঁধে দেওয়া ভাল। পাতায় দাগ পড়া রোগ দেখা দিলে ছত্রাকনাশক স্প্রে করতে হবে।

বর্ষাকালীন সময় অতিবাহিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শীতকালীন শাকসবজি চাষের প্রস্তুতি নিতে হবে। চাষী ভাই, ভাদ্র মাসে ফুলকপি, বাঁধাকপি, ওলকপি, টমেটো, লেটুস, বেগুন, মরিচ বপন করতে হবে। বীজতলার মাটি অবশ্যই শুকনা হতে হবে। অন্যথায় গোড়া ও মূলপচা রোগে সব চারা পচে যাবে।

কৃষক ভাই, ফলন বেশি পেতে হলে ক্ষেত খামারের প্রতি যত্নশীল হতে হবে এবং সার প্রয়োগের সাথে সাথে উন্নতমানের বীজ বপনের কথাও মনে রাখতে হবে। উচ্চ ফলনশীল এবং অধিক অংকুরোদগম ক্ষমতাসম্পন্ন বীজ আপনার ক্ষেতের জন্য নির্বাচন করতে হবে। উন্নতমানের বীজ পেতে হলে বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং যে সমস্ত জায়গায় উন্নতজাতের অধিক ফলনসম্পন্ন বীজ পাওয়া যায় সে সমস্ত প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ রাখলে আপনি লাভবান হবেন।

এখানে শাকসবজির কয়েকটি উন্নত জাতের তথ্য আপনাদের কাছে তুলে ধরা হলো:

বারি লালশাক-১: লালশাকের এ জাতটি বারি লালশাক-১ নামে ১৯৯৬ সালে অনুমোদন করা হয়। বারি লালশাক-১ ভিটামিন 'এ', 'বি', 'সি' ও ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ। পাতা ও কাণ্ড উজ্জ্বল লাল বর্ণের। বারি লালশাক-১ এর পাতার বোঁটা ও কাণ্ড নরম। গাছ উচ্চতায় ২৫-৩৫ সেমি। প্রতিগাছে ১৫-২০ টি পাতা থাকে। গাছের ওজন ১০-১৫ গ্রাম।

বারি লাউ-১: এ জাতের পাতা সবুজ ও নরম হয়ে থাকে। পুরুষ ও স্ত্রী ফুল যথাক্রমে চারা রোপণের ৪০-৪৫ দিন এবং ৬০-৬৫ দিনের মধ্যে ফুটে। এ জাতটি সারা বছর জন্মে। হেক্টরপ্রতি ফলন শীতকালে ৪২-৪৫ টন এবং গ্রীষ্মকালে ২০-২২ টন।

বারি লাউ-২: এ জাতটি স্থানীয় জাতগুলোর তুলনায় উচ্চ ফলনশীল। এ জাতের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে লাউ চালকুমড়া আকারের ও হালকা সবুজ রঙের। চারা রোপণের ৬৫-৭৫ দিনের মধ্যে প্রথম ফল সংগ্রহ করা যায়। লাউ কচি অবস্থায় সংগ্রহ করলে গাছপ্রতি ফলের সংখ্যা এবং ফলন বেড়ে যায়। ভাদ্র-অগ্রহায়ণ মাসে এ জাতের চারা রোপণ করতে হয়। কৃষক পর্যায়ে জাতের বিশুদ্ধতা ঠিক রাখতে পারলে জাতের উচ্চ ফলনশীলতা বজায় থাকবে।

বারি লাউ-৩: এ জাতের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আগাম জাত হিসেবে চাষ করা যায়। সবুজ রঙের ফলে সাদা দাগ থাকে। গাছপ্রতি গড় ফলসংখ্যা ১৫-১৬টি। এসব ফলের গড় ওজন ২.৭ কেজি। চারা রোপণের ৭০-৮০ দিনের মধ্যে ফল সংগ্রহ করা যায়।

বারি লাউ-৪: এ জাতের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তাপ সহনশীল। চারা রোপণের ৭০-৮০ দিনের মধ্যে ফল সংগ্রহ করা যায়। জীবনকাল ১৩০-১৫০ দিন। ফলন ৮০-৮৫ টন/হেক্টর। জাতটি তাপ সহিষ্ণু হওয়ায় গ্রীষ্মকালে চাষ করে কৃষক লাভবান হতে পারে।

বারি মুলা-১: জাতটি 'তাসাকীসান' নামে অনুমোদন করা হয়। মুলা দেখতে ধবধবে সাদা ও বেলুনাকৃতির হয়। পাতায় শুং থাকেনা বলে শাক হিসেবে ব্যবহারের জন্য খুবই উপযোগী। বীজ বপনের ৪০-৪৫ দিন পর থেকেই সংগ্রহের উপযোগী হয়।

বারি মুলা-২: এ জাতটি 'পিঙ্কি' নামে পরিচিত। এ জাতের মুলা নলাকৃতির এবং পাতায় শুং খুবই কম বলে শাক হিসেবে খাওয়ার উপযোগী। মুলা খেতে সুস্বাদু এবং একটু ঝাঁঝালো।

বারি মুলা-৩: এ জাতটি 'দ্রুতি' নামে পরিচিত। এটি একটি উচ্চ ফলনশীল, রোগ ও পোকার আক্রমণ প্রতিরোধী জাত।

বারি মুলা-৪: নলাকৃতি ধবধবে সাদা বর্ণের বারি মুলা-৪ জাতটি ২০০৮ সালে অনুমোদন করা হয়। বাংলাদেশের সর্বত্র শীত মৌসুমে এই জাতটি চাষ করা যায়। পাতা খাজকাটা বিশিষ্ট। হেক্টরপ্রতি গড় ফলন ৬৫-৭০ টন।

বারি ফুলকপি-১ (রূপা): বিএআরআই উদ্ভাবিত জাতটি এদেশের জলবায়ুতে বীজ উৎপাদনে সক্ষম। বাংলাদেশের সর্বত্র চাষাবাদে উপযোগী। উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করলে হেক্টরপ্রতি ফলন ২৫-২৮ টন পেতে পারেন। বীজের ফলন হেক্টরপ্রতি ৪৫০-৫৫০ কেজি।

বাঁধাকপি: বারি বাঁধাকপি-১ (প্রভাতি) এবং বারি বাঁধাকপি-২ (অগ্রদূত) দুটিই বিএআরআই উদ্ভাবিত জাত এবং বীজ স্থানীয় আবহাওয়ায় উৎপন্ন হয়। বপনকাল ভাদ্র-মধ্য কার্তিক।

গ্রীষ্মকালীন টমেটো (বারি হাইব্রিড টমেটো-৩, ৪, ও ৫): গ্রীষ্মকালে চাষের জন্য মে-আগস্ট মাস পর্যন্ত বীজ বপন করা যায়। বর্ষাকালে অতিরিক্ত বৃষ্টির হাত থেকে রক্ষার জন্য পলিথিন ছাউনিতে এর চাষ করতে হয়। গাছপ্রতি ফলন ১.০ কেজি থেকে ১.৫ কেজি হয়ে থাকে।

ফল ও বৃক্ষ রোপণ: ফল গাছ মানুষের পুষ্টি জোগায়, অক্সিজেন দেয়, জ্বালানি সরবরাহ করে, প্রকৃতির রুদ্ররোষ থেকে মানুষকে রক্ষা করে এবং ছায়া দেয়। অনেক ওষুধ ও প্রসাধন শিল্পের উপকরণ ফল। মানুষের দৈহিক বৃদ্ধি ও পুষ্টির জন্য ফল হচ্ছে অতি প্রয়োজনীয় ভিটামিন বা খাদ্য প্রাণ ও খনিজ পদার্থের উৎস। এ খাদ্যটি টাটকা অবস্থায় সরাসরি ভক্ষণ করা যায় বলে এতে পুষ্টিমাণ অক্ষুন্ন থাকে। আমাদের দেশের মাটি ও আবহাওয়া ফল উৎপাদনে সহায়ক। কৃষক ভাই, এমন অনেক ফল আছে যা থেকে সামান্য যত্নে বছরের পর বছর প্রচুর ফল পাওয়া যায়। আপনার পরবর্তীকালে ততটা শ্রমের দরকার হয় না এবং ন্যূনতম যত্নে আপনি সারা বছর ফলন পেতে পারেন। বর্ষা মৌসুমই হচ্ছে ফল ও বৃক্ষ রোপণের উপযুক্ত সময়।

বসত বাড়ির আশেপাশে: আম, জাম, কাঁঠাল, পেঁয়ারা, বেল, নারিকেল, শরিফা, লেবু, লিচু, করা, পেঁপে, জামরুল, নিম, সজিনা ইত্যাদি লাগাতে পারেন। বাড়ির সামনে পাতাবাহার এবং অন্যান্য ফুলের গাছ ও সবজির বাগান থাকবে। বাড়ির উত্তর-পশ্চিমে উঁচু বড় গাছ এবং দক্ষিণ-পূর্বে নিচু বা মধ্যম আকারের গাছ লাগাতে হবে।

পুকুর পাড়ে লাগানোর জন্য: নারিকেল, সুপারি, ইপিল-ইপিল, মেহগনি, বাঁশতাল, অর্জুন, শিরিষ, শিলকড়ই, খেজুর ইত্যাদি।

শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, অফিস, হাসপাতাল এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের জন্য: নারিকেল, আম, জাম, মেহগনি, শিশু, বকুল, কাঁঠাল, কাউ, নিম, পেঁয়ারা, নাগেশ্বর, সেগুন, লিচু, জাম্বুরা, অশোক ও কাঠবাদাম ইত্যাদি। এ জন্য আপনাকে উন্নতমানের সুস্থ সবল চারা/কলম সংগ্রহ করে সঠিকভাবে দূরত্ব বজায় রেখে গর্ত তৈরি করে সার প্রয়োগ করে চারা রোপণ করতে হবে। খাঁচা এবং খুঁটি দিয়ে রোপণকৃত গাছের পরিচর্যা করতে হবে। ফলদ গাছের মাটি আলগা করে সুষম মাত্রায় জৈব ও রাসায়নিক সার ভালভাবে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। মাটিতে রস কম থাকলে সার দেওয়ার পর অবশ্যই পানি সেচ দেয়া প্রয়োজন।

উঁচু অনাবাদি পতিত জায়গার জন্য: আকাশমনি, আম, কাঁঠাল, কালোজাম, শাল, সেগুন, শিলকড়ই, ম্যানজিয়াম।

ক্ষেতের আইলের জন্য: নিম, খেজুর, বাবলা, খয়ের, শিশু, তাল, আমলকিই ত্যাদি।

বাঁধের ধারে: বাবলা, শিশু, তাল, খেজুর, রেন্ডি, আকাশমনি, মেহগনি, শিলকড়ই, কাঠবাদাম, বেল, কুল।

কৃষি বন বা কৃষি খামারের জন্য: বাবলা, বকাইন, শিশু, খয়ের, তাল, আকাশমনি, খেজুর, অর্জুন, শিলকড়ই।

রাস্তা ও সড়কের ধারে: মেহগনি, শিশু, আকাশমনি, বাবলা, অর্জুন, জারুল, খেজুর, রেন্ডি, সেগুন, শিলকড়ই, ইপিল-ইপিল, তাল, তেঁতুল, তেলসুর, পলাশ, কদম ইত্যাদি।

নিচু এলাকার জন্য: হিজল, মান্দার, কদম, শিমুল, ছাতিম, জারুল, রেন্ডি, বাবলা, ঝাঁউ, বাঁশ, বেত, মুর্তা, আকাশমনি, গাব, চালতা, জলপাই, ডুমুর, কদবেল, বট, করমচা, অর্জুন, পলাশ, শিশু ইত্যাদি। ■

বিএআরআই
সংবাদ
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের ত্রৈমাসিক মুখপত্র

“বঙ্গবন্ধুর আদর্শের সৈনিক ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী” বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট বিজ্ঞানী সমিতি (বারিসা)’র নব-নির্বাচিত কার্যনির্বাহী পরিষদ ২০১৯-২০২১

ড. মো. আককাছ আলী
সভাপতি

ড. মুহা. সহিদুজ্জামান
সাধারণ সম্পাদক

ড. মো. ওমর আলী
জ্যেষ্ঠ সহ-সভাপতি

ড. সুজিৎ কুমার বিশ্বাস
সহ-সভাপতি

ড. মো. জিল্লুর রহমান
যুগ্ম সম্পাদক

ড. মো. সুলতান আহমেদ
যুগ্ম সম্পাদক

ড. মো. ফারুক হোসেন
সাংগঠনিক সম্পাদক

ড. বিমল চন্দ্র কুন্ডু
কোষাধ্যক্ষ

মো. ইমরুল কায়সার
দপ্তর সম্পাদক

ড. ইমরুল মোছাদ্দেক আহমদ
সেমিনার ও প্রকাশনা সম্পাদক

ড. মুহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন প্রধান
সমাজ কল্যাণ সম্পাদক

তৌহিদী আলমাছ মুজাহিদী
ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক

ড. মোছা. মাহবুবা বেগম (দুলি)
মহিলা বিষয়ক সম্পাদক

ড. মো. কামরুল হাসান
কেন্দ্রীয় সদস্য

ড. সোহেলা আক্তার (রিতা)
কেন্দ্রীয় সদস্য

ড. মো. আশরাফ হোসেন
কেন্দ্রীয় সদস্য

ড. মো. আখতারুজ্জামান সরকার
কেন্দ্রীয় সদস্য

হাসানুজ্জামান রায়হান
কেন্দ্রীয় সদস্য

ড. এস এম শরীফুজ্জামান
আঞ্চলিক সদস্য, সিলেট অঞ্চল

ড. মুহাম্মদ সামসুল আলম
আঞ্চলিক সদস্য, রহমতপুর অঞ্চল

ড. মো. তারিকুল ইসলাম
আঞ্চলিক সদস্য, জামালপুর অঞ্চল

ড. গোবিন্দ চন্দ্র বিশ্বাস
আঞ্চলিক সদস্য, যশোর অঞ্চল

ড. এস এম ফয়সল
আঞ্চলিক সদস্য, হাটহাজারী অঞ্চল

ড. মো. আল-আমিন হোসেন তালুকদার
আঞ্চলিক সদস্য, রংপুর অঞ্চল

ড. মো. শহিদুল আলম
আঞ্চলিক সদস্য, ঈশ্বরদী অঞ্চল

প্রধান পৃষ্ঠপোষক : ড. আবুল কালাম আযাদ
মুখ্য সম্পাদক : জেবুন নেছা
সম্পাদক : মো. হাসান হাফিজুর রহমান
সহযোগী সম্পাদক : মো. আল-আমিন
আলোকচিত্র শিল্পী : পংকজ সিকদার

প্রকাশনায় : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
জয়দেবপুর, গাজীপুর-১৭০১
ফোন- +৮৮-০২-৪৯২৭০০৩৮

ডিজাইন ও মুদ্রণে : দি ঢাকা প্রিন্টার্স
৬৭/ডি, গ্রীণরোড, পান্থপথ
ঢাকা-১২০৫, ফোন : ০১৮২২৮২৮৮৬৯